[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]!

[redacted]

নিংড়ে দিচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিলকে সামনে রেখেও উপজেলা যুবলীগ অফিসের সামনে গাংনীর এমপির নামে রাজাকারপুত্র হিসেবে ব্যানার টাঙানো হয়েছে। পরে ব্যানারটি নামিয়ে নেয়াও হয়।

ব্যানারে ‘এমপি খোকনকে কুখ্যাত রাজাকার পুত্র দুর্নীতিবাজ ও হাইব্রিডমুক্ত আওয়ামী লীগে নেতৃত্ব চাই বলা হয়। এব্যানার টাঙানোর পরপরই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গাংনীতে।’ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গাংনী থানা পুলিশ ব্যানার টাঙানোর পরপরই শহরে অবস্থান নেয়।
এ প্রসঙ্গে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক বলেন, এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন যে পথে হেটেছে আমিও তার পাল্টা পথে হেটেছি। সাহিদুজ্জামান খোকন আমাকে ও আমার পরিবারকে ছোট করেছে কটাক্ষ করেছে। আমি তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জবাব দিয়েছি। আমি তাকে একজন নেতা হিসেবে দেখিনি, এমপি হিসেবেও নয়। তার মধ্যে বেইমানী ছাড়া কিছুই নেই। তার শরীরে রাজাকারের রক্ত প্রবাহিত। তার সাথে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীতা নেই। বরং এমপি খোকন তার স্ত্রীকে দিয়ে আমার সাথে সাধারণ সম্পাদকের দলীয় ভোট করিয়েছে।

এদিকে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন, ১৯৮৩ সালে ছাত্রলীগে যোগদানের মাধ্যমে আমার রাজনীতি শুরু হয়েছে। ১৯৮৬ সালে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি। ২০০১, ২০০৮ ও ২০১৪ সালে দলের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলাম। ২০০১ সালে সংসদ নির্বাচনের সময় বিএনপির জেল-জুলুমের শিকার হয়ে ২৯টি মামলা ও ছয়বার জেলে যেতে হয়েছে আমাকে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে দল তাঁকে এমপি মনোনীত করেছে। দীর্ঘ ৩১ বছর আমি গাংনীতে নৌকার টিকিট নিয়ে এমপি হয়েছি। আমাকে যোগ্য হিসেবে দেখেই তৃণমুলের নেতা কর্মীদের মতামত নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের তত্বাবধানে আবার দল আমাকে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে রেখেছেন। একটি পক্ষ আমার প্রতি ঈর্ষানিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে ও আমার পরিবারের বিরুদ্ধে নানাভাবে কটাক্ষ করে আসছেন। আমাকে নানাভাবে উস্কানিমুলক কথা বলে থাকেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তৃণমূল নেতারা বলছেন, প্রায় দেড় দশক

ধরে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক পক্ষ অপর পক্ষের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থায় অবস্থান করছিল। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও সাবেক সাংসদ মকবুল হোসেনের কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারির ঘটনা ঘটেছে অসংখ্যবার। বিভক্ত রাজনীতির উত্তাপ ছড়িয়েছে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মধ্যে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে উপজেলা আওয়ামীলীগের কয়েকজন নেতা ও কর্মী জানান, আমরা এখন মুখ খুলতে পারবোনা। তবে এমপিকে বারবার উস্কানিমুলক কথা বলায় এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এর সমাধানও চান এসব নেতাকমীরা।
বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল বলেন, এ ধরণের পরিস্থিতি তৈরী হওয়ায় তৃণমূল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলছে।
সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেছেন, গাংনীর আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক এ পরিস্থিতি শান্ত করতে দলের নেতা কর্মীদের এক সাথে বসে সমাধান করা উচিৎ। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কারণে এমনটি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

এ বিষয়ে কথা হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিনের সাথে। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রগতিশীল উন্নয়ন চিন্তাভাবনা করায় রাজনীতির কাজ। একে অপরের ব্যক্তিগত আক্রমন করা রাজনৈতিক শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ। গাংনীর আওয়ামী লীগের রাজনীতি যেভাবে চলছে তাতে মানুষ রাজনীতি থেকে সরে আসবে। নতুন প্রজন্মও রাজনীতির প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে। গাংনীর নেতাকর্মীদের এক অপরের প্রতি কটাক্ষ মন্তব্য ও ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে বেরিয়ে শিষ্টাচার মেনে রাজনীতি করার আহবান জানান তিনি।

আলমডাঙ্গায় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিধি অমান্য করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাড়ি তৈরির নিয়মনীতি উপেক্ষা করে আলমডাঙ্গা শহরের স্টেশন সড়কে বাড়ি নির্মাণ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বাড়ি নির্মানের ক্ষেত্রে যেসব বিধিমালা মেনে চলা উচিত তা তিনি মানছেন না। এ ব্যাপারে প্রবাসী এক ভুক্তভোগি থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

ভুক্তভোগি প্রকৌশলী রুহুল কুদ্দুস দুবাই প্রবাসী। গত ১৩ মে তার ভাই সাঈদ মোহাম্মদ হিরন আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই অভিযোগে বলা হয়, আলমডাঙ্গা স্টেশন রোডে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসাসংলগ্ন জমিতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ সাত তলা ভবন নির্মাণ করছেন। তার নির্মাণাধীন ভবনের পাশেই ভুক্তভোগির জমি। এই জমিতে একটি গ্রোসারী স্টোর রয়েছে। ডা. জিয়া উদ্দিন আহমেদ আইন কানুন না মেনে ভবন নির্মাণ শুরু করলে প্রবাসীর সীমানা প্রাচীর সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। তার কোনো ক্ষতিপূরণ দেননি ডা. হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ। এছাড়া ভবন নির্মাণ চলাকালে ইট কিংবা রড পড়ে যাতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় সেজন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখার নিয়ম থাকলেও ডা. জিয়া উদ্দিন আহমেদ তা রাখেননি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়ই ওপর থেকে রড, বাস প্রভৃতি পড়ে নিচের ভাড়াটিয়ারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। গত ১৩ মে একটি বাঁশ দোকানের টিনের চাল ভেদ করে দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এতে দোকানের এক কর্মচারি আহত হন।

থানায় অভিযোগকারি সাইদ মোহাম্মদ হিরন বলেন, আমরা থানায় অভিযোগ দিয়েছি। ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, গত ২৮ মার্চ আলমডাঙ্গা পৌরসভা মেয়র বরবার এ বিষয়ে আবেদন করি। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ কোন কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ার বিবাদী আরো অনিয়ম করে ভবন নির্মাণ অব্যাহত রাখেন।

ভুক্তভোগী রুহুল কুদ্দুস গত ২৪মে ’আমার আলমডাঙ্গা’ গ্রুপের

ফেসবুক পেজে বলেন, আমি দেশের মাটি ছেড়ে বিদেশে অনেক কষ্ট করে অর্থ আয় করি। সেই কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে একটি জমি কিনি। আমার জমির পাশে ডা. হাদি নির্মাণ বিধিমালা না মেনে ভবন নির্মাণ করায় আমার জমির সীমানা ঘেষে মাটি কেটে প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে। আমার সম্পত্তির অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমার প্রতিষ্ঠিত দোকানের কর্মচারিরা আতঙ্কে কাজ করতে পারছে না। তিনি আরও বলেন, আমি প্রবাস থেকে রেমিটেন্স পাঠাই, সেই রেমিটেন্স কেবল আমারই সম্পদ সৃষ্টি করে না, দেশ ও সমগ্র জনগণের কাজে লাগে। তিনি তার সম্পত্তির সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি বিনীত আবেদন জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ডা. হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, পৌরসভার নিয়ম মেনেই বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। ঝড়ে ওপর থেকে একটি বাঁশ টিনের চালে পড়ে ক্ষতি হয়েছিল। সেজন্য নতুন টিন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু বলেন, ডা. হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাড়ির কাজ শুরু করার আগে রুহুল কুদ্দুসের কাছ থেকে আমরা মৌখিক অভিযোগ পেয়েছিলাম। সেই অনুযায়ী উভয় পক্ষকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছিল। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার পরই ডা. হাদি সাহেব কাজ শুরু করেছেন। উভয় পক্ষের গন্যমান্য ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে আলোচনা করছেন বলে জানি।

দর্শনায় গলাই ফাঁস দিয়ে ১ সন্তানের জননীর আত্মহত্যা

দর্শনায় কনিকা বেগম (২৩) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের তার স্বামীর বাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, সোমবার সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল করিমের স্ত্রী কনিকা বেগম (২৩) স্বামীর উপর অভিমান করে নিজ বসত ঘরের শয়ন কক্ষের আড়াই ওড়না জড়িয়ে

আত্মহত্যা করে।

ঘটনার খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) মুন্না বিশ্বাস ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পারিবারিক সুত্রে জানাগেছে, গত ৪ বছর পূর্বে নিহত কনিকা খাতুনের সাথে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় দর্শনার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল করিমের সাথে। বিয়ের ৩ বছরের মাথায় তাদের কোল জুড়ে আসে এক কন্যা সন্তান। এ কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়া পর থেকে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিকভাবে দন্দ হয়ে আসছে।

সোমবার স্বামীর নির্যাতন সইতে না পেরে নিজ বসতঘরের কক্ষে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। এঘটনায় দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর।

আলমডাঙ্গায় আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

আলমডাঙ্গা আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার আলমডাঙ্গা এটিম মাঠে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, শিক্ষা অফিসার শামসুজোহা।

প্রধান অতিথি আইয়ুব হোসেন বলেন, খেলাধুলার মধ্যদিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দেহ ও মননের অন্তঃসত্ত্বাকে জাগ্রত করতে হবে। দেশ ও জাতি গঠনে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা কে অধিক গুরিত্ব দিতে

হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূর বলেন স্বাস্থ্যই সম্পদ। দেহ গঠন করার উপযুক্ত সময় এই ছাত্রজীবন। বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলাতে এগিয়ে চলেছে।

নৌকার নির্বাচনী ক্যাম্পের নিরাপত্তা চাইলেন স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী!

মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থীর ওয়ার্ড ভিত্তিক ৫ টি নির্বাচনী অফিসের নিরাপত্তার আবেদন জানিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু।

সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনের রিাটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর এ আবেদন করেন তিনি।

পৌরসভা নির্বাচনের স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তার আবেদনে লিখেছেন, নির্বাচনের আচরণবিধি মেনে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন তিনি। কিন্তু, প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকার প্রার্থীর ধারাবাহিক হুমকী, মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্র, হামলা ও নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন ঘটনা আমার শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী কার্যক্রমকে মারাত্বকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। সেই প্রেক্ষাপটে যে কোনো সময় প্রতিদ্বিন্দ্বী প্রার্থী এবং তার কর্মী সমর্থকরা আত্মঘাতি কোনো কিছু ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থানকে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করে আমার জনপ্রিয়তায় বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি এই বিষয় নিয়ে মারাত্বক উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি শেষ হওয়া কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনসহ অতীতে এই পৌরসভা নির্বাচনে প্রতিপক্ষ প্রাথীকে নানাভাবে ঘায়েল করার হীন ষড়যন্ত্র চরিতার্থ করতে নিজেরাই নিজেদের অফিস আগুন দিয়ে বা হামলা করে প্রতিপক্ষের উপর সেই ঘটনার দায় চাপিয়েছে।

প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকার প্রার্থীর ওয়ার্ড ভিত্তিক ৫ টি নির্বাচনী অফিস চিহিৃত করে তার নিরাপত্তা প্রদান করে নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার অনুরোধ জানান আবেদনে। এই আবেদনের অনুলিপি মেহেরপুর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সদর থানা পুলিশকেও দেওয়া হয়েছে।

এব্যাপারে আওয়ামীলীগ মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটন বলেছেন, আমার নির্বাচনী অফিসের নিরাপত্তার জন্য আবেদন করার তিনি কে? তিনি তো নির্বাচনী উৎসবে যোগ দিতে পারছেননা। তাই বিভিন্নভাবে উস্কানিমুলক কর্মকান্ড করে নির্বাচন কমিশনকে বিব্রত করছেন। তার কোনো নেতা কর্মিও নেই। নির্বাচনী ক্যাম্পও নেই। তিনি ওয়ার্ডে নির্বাচনী ক্যাম্প করে নির্বাচনী উৎসবে যোগ দিক।

তিনি আরও বলেছেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করতে বিভিন্নভাবে উস্কানি দিচ্ছেন। গতকাল রবিবার তার এক কর্মি দিয়ে নিজের প্রচার মাইক ভেঙ্গে আমার উপর দোষ চাপানোর অপচেষ্টা চালিয়েছেন। পরে সেটি প্রমানিত হয়েছে। আমার নির্বাচনী ক্যাম্পের নিরাপত্তা চাওয়া আইনগতভাবে বৈধ কাজ করেছেন কিনা এটাও প্রশাসনের দেখা উচিৎ।

গাংনী উপজেলার বালক ও বালিকা দল ফুটবল টুর্নামেন্টে জেলা চ্যাম্পিয়ন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্ট ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ২০২২ আয়োজিত খেলায় গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলাকে পরাজিত করে গাংনী উপজেলা অনুর্ধ-১৭ বালক ও অনুর্ধ ১৭ বালিকা দল চ্যাম্পিয়ন হয়ে উপজেলাবাসীর মুখ উজ্জল করেছে।

জানাগেছে, মেরেহপুর জেলার তিনটি উপজেলার ১৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা মোট ১৯টি দলের পর্যায়ক্রমে খেলায় অংশ গ্রহন করে। বিভিন্ন দলের সাথে লড়াই করে গাংনী উপজেলা অনুর্ধ-১৭ বালক ও অনুর্ধ-১৭ বালিকা দল ফাইনালে অংশ নেয়। গাংনী উপজেলা বালক দল ৯০ মিনিটের খেলায় ৩-১ গোলে মেহেরপুর সদর উপজেলাকে পরাজিত করে গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন হয়।

একই সাথে সদর উপজেলা বালিকা দলের সাথে গাংনী উপজেলা বালিকা দল খেলায় গোল শুন্য অবস্থায় শেষ করে। পরে ট্রাইব্রেকারের মাধ্যমে ৩-২ গোলে গাংনী উপজেলা বালিকা দল চ্যাম্পিয়ন হয়। খেলা শেষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন।

এসময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন,সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম,বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন।

খেলা পরিচালনা করেন মোঃ লিটন হোসেন, কুদ্দুস ও রেজাউল হক। খেলায় গাংনী উপজেলার খেলোয়াড়দের টিম ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, ও কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নবীনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তামজিদুর রহমান মুক্তি।

বালক ও বালিকা উভয় দলের অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে গাংনী উপজেলার দুটি দলই জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বিভিন্ন মহল খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেই সাথে এই গৌরব অর্জনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে আনন্দ উল্লাস করেন ফুটবল প্রেমীসহ খেলোয়াড়বৃন্দরা।

গাংনীতে মাদক বিরোধী সমাবেশ

অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে মাদকবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে হোগলবাড়িয়া মোহাম্মদপুর হাজী ভরষউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ। সমাবেশে মাদকের কুফল সম্পর্কে বর্ননা করেন গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক। মাদক ছেড়ে স্বাভাবিক জিবনে ফিরে আসার আহবান জানান পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রীক মিডিয়ার সাংবাদিকগন উপস্থিত ছিলেন ।

ঝিনাইদহে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপি নেতারা

বিএনপি দলীয় ভাবে সব ধরণের নির্বাচন থেকে বিরত থাকলেও দলীয় পরিচয় গোপন করে ঝিনাইদহ বিএনপি’র এক ঝাঁক নেতা পৌরসভা নির্বাচনে কাউন্সিলর পদে নির্বাচন করছেন বলে জানা গেছে। এ নিয়ে দলের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। জেলা নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেনি বলে জানা গেছে। জেলা বিএনপি সিদ্ধান্ত নিলে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করার দায়ে এসব পদধারী নেতারা বহিস্কার হতে পারেন।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, আসন্ন ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপি ও তার জোটের কোন প্রার্থী নেই। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত

মোতাবেক দেশের কোথাও বিএনপির প্রার্থীরা অংশ নিচ্ছেন না। কিন্তু ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচনে পৌর বিএনপির পদধারী অনেক নেতা অংশ নিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের পাশাপাশি তারাও নির্বাচনী মাঠে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় তাদের পোস্টার শোভা পাচ্ছে। আগামী ১৫ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ঝিনাইদহ পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাবেক কাউন্সিলর মাহবুবুর রহমান শেখর এবারো কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হয়েছেন। তিনি ৬ নং ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন।

এছাড়া ঝিনাইদহ পৌর বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান খান মিঠু পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড থেকে, পৌর বিএনপির সহ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম ৫ নং ওয়ার্ড থেকে, বিএনপি নেতা তোফাজ্জেল হোসেন ৪নং ওয়ার্ড থেকে, পৌর বিএনপি’র সহসভাপতি ও সাবেক যুবদল নেতা মহিউদ্দীন ও বিএনপি নেতা আবু বকর ৭নং ওয়ার্ড থেকে, বিএনপি নেতা দুলাল শাহ ২নং ওয়ার্ড থেকে ও সাবেক পৌর মহিলা দলের নেত্রী মোছাঃ আনজুয়ারা খাতুন আনজু সংরক্ষিত ৪,৫ও ৬ নং ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর পদে নির্বাচন করছেন। নির্বাচনে তারা জয়ী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

বিএনপি’র নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন নেতা বলেন, কাউন্সিল পদে কখনো দলীয় ব্যানারে ভোট হয়না এটা তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত তবে দল তাদের পিছনে নেই। একজন প্রার্থী বলেন কাউন্সিলর পদে দল মনোনয়ন দেয়না কারন একই দলে একাধিক প্রার্থী থাকতে পারে কাউন্সিলর পদের নির্বাচন তার নিজস্ব সিদ্ধান্তের ব্যাপার, তবে তিনি দলীয় ভোট পাবেন বলে আশাবাদী।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা বলেন, কাউন্সিলর পদে নেতারা অংশ নিচ্ছেন এটা আমি শুনেছি। তবে দল নির্বাচনে নেই, আর কাউন্সিলর পদে দল কখনো কারও মনোনয়ন দেয়না এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার তবে তারা মনে করেন এই সরকারের অধিনে সকল ভোট বর্জণ করা উচিৎ, সে কারণে আমরা ভোট দিতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ঝিনাইদহে প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নারীর ক্ষমতায়ন, আশ্রয়ণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, ডিজিটল বাংলাদেশসহ প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে ঝিনাইদহে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার দিনব্যাপী ঝিনাইদহ সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে জেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট।
এতে জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম, পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রশাসক কনক কান্তি দাস, সিভিল সার্জন ডা: শুভ্রা রাণী দেবনাথ, জেলা পরিষদের সচিব রেজাই রাফিন সরকার অতিথি ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
দিনব্যাপী কর্মশালায় জেলার ৬ উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেয়।
কর্মশালায় প্রধানমন্ত্রীর এই ১০ টি উদ্যোগ স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ এবং নতুন সম্ভাবনা চিহ্নিত করার পাশাপাশি উদ্যোগসমুহের বহুল প্রচারে করনীয় নির্ধারণ বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। পাশাপাশি সেখান থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের প্রদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিন্ধান্ত নেওয়া হয়।